বিদেশগামী নারী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত কল্পে সরকার কোন আপোস করবে না
---প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী

বিদেশগামী নারী কর্মীদের নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত কল্পে সরকার কোন আপোষ করবে না। বিদেশে কর্মরত নারী কর্মী অধিকার ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। বিদেশগামী নারী কর্মী কোন প্রতারণার বা হয়রানি স্বীকার হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ২৬ এপ্রিল সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র (বিআইসিসি)-এ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ নারী অভিবাসন" শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী নুরুল ইসলাম বিএসসি এ সব কথা বলে। মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশে দারিদ্র দূরীকরণে বিদেশে নারীর কর্মসংস্থানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রেমিটেন্স অর্জনে নারী কর্মীরা ব্যাপক অবদান রাখছে। নারীরা যে বিদেশে কাজ করছে সেখানে তাদের অনেক চ্যালেঞ্জ রয়েছে। বাস্তবে যে সকল সমস্যা নারী অভিবাসনে রয়েছে তা সরকার মোকাবেলা করছে। তবে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গকেও এগিয়ে আসতে হবে।

টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ নারী অভিবাসন শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নমিতা হালদার এনডিসি'র সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অর্থ ও প্রশাসন) মোঃ আমিনুল ইসলাম। কর্মশালায় **"টেকসই উন্নয়ন ও নিরাপদ নারী অভিবাসন"** বিষয়ে একটি উপস্থাপনা করেন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহাপরিচালক মোঃ সেলিম রেজা। বাংলাদেশ নিরাপদ নারী অভিবাসনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সীজ এর সভাপতি বেনজির আহমেদ। এছাড়াও কর্মশালা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন বোয়েসেল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মরণ কুমার চক্রবর্তী, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর মহাপরিচালক গাজী মোহাম্মদ জুলহাস, এনডিসি, এসডিসি এর ডেপুটি হেড অব মিশন এবং কোঅপারেশন ডিরেক্টর মিস বিয়াতে এলসাসার, ইউএন উইমেন এর কান্ট্রি রিপ্রেজেনটেটিভ মিস সকো ইশিকাওয়া এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বাংলাদেশ এর স্থায়ী মেম্বার মোঃ নজরুল ইসলাম।

কর্মশালার উদ্বোধনীর পরে অংশগ্রহনকারীদের ৬টি দলে বিভক্ত করে কর্মশালাটি পরিচালিত হয়। কর্মশালায় ৬টি বিষয়ের উপরে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, ৬টি বিষয় হলো ১. নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি/প্রাক-বহির্গমন প্রশিক্ষণ (পিডিটি), ২. নিয়োগি নৈতিকতা (এথিকাল রিক্রুটমেন্ট), ৩. নারী অভিবাসী কর্মীদের জন্য নিরাপদ, সুশৃঙ্খল, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল অভিবাসনের জন্য সরকার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের করণীয়, ৪. জেন্ডার সংবেদনশীল মানসম্মত কর্মসংস্থানের শর্তাবলী, ৫. অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং ৬. নারী অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রত্যাবাসন। এই ৬টি বিষয়ে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও সুপারিশমালা গ্রহণপূর্বক টেকসই উন্নয়নে নিরাপদ নারী অভিবাসনে কর্মপরিকল্পন ও কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। ইউএন উইমেন এর সহযোগিতায় কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মশালায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষকবৃন্দ, সিভিল সোসাইটির সদস্যবৃন্দ এবং এনজিও এর প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা উদ্বোধনকালে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
Government of the People's Republic of Bangladesh
টেকসই উন্নয়ন ও নিরাপদ নারী অভিবাসন
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFE MIGRATION OF WOMEN
Chief Guest: Mr. Nurul Islam B. Sc., Hon'ble Minister, MoEWOE
Chair: Dr. Nomita Halder, ndc, Secretary, MoEWOE
26 APRIL 2018, THURSDAY ■ VENUE: BICC
UN WOMEN

Ministry of Expatriates' Welfare & Overseas Employment
Government of the People's Republic of Bangladesh
টেকসই উন্নয়ন ও নিরাপদ নারী অভিবাসন
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SAFE MIGRATION OF WOMEN
Chief Guest: Mr. Nurul Islam B. Sc., Hon'ble Minister, MoEWOE
Chair: Dr. Nomita Halder, ndc, Secretary, MoEWOE
UN WOMEN
BICC